১০-১৬ জুলাই ১৯৯২ Received on Sept: 06-1992, HOOGHLY; Mailed by Sri. SOMNATH NUNDY (JOURNALIST, BISESH PRIT
1/3A, PAIKPARA ROAD, CAL-700037

 -১২ বর্ষ সংখ্যা ২৮

মাধবানন্দ গিরি

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। কয়েকদিন ধরেই তিনি খুব চঞ্চল। তাঁর বড় ছেলের বয়স তখন খুব অল্প। সেই ছেলের পিঠে একটি বিষফোঁড়া গোছের হয়ে ক্রমে সেটি বিষিয়ে গেছে। ছেলের চিকিৎসার জন্য বিচারপতি কোন ত্রুটি রাখলেন না। এমনকি বাড়িতে মেডিকেল বোর্ড পর্যন্ত বসালেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। ছেলের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। চিন্তায় পড়লেন মন্মথবাবু ও তাঁর স্ত্রী।

তখনকার দিনের বিখ্যাত সার্জন ডাঃ ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একসময় নিয়ে এলেন তাঁরা। ছেলেকে দেখলেন ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, অপারেশন ছাড়া পথ নেই। অপারেশন যে সফল হবেই এমন গ্যারান্টিও তিনি দিতে পারলেন না। ফলে দুর্ভাবনা বাড়ল আরো।

দুর্ভাবনা বাড়লেও অপারেশন করার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয় শেষ পর্যন্ত। ঠিক হল, মেডিকেল কলেজ নয়, অপারেশন হবে বাড়িতেই তাতে যা হয় হোক।

একদিকে যখন অপারেশনের তোড়জোড় চলতে থাকে অন্যদিকে তখন মন্মথবাবুর স্ত্রী নানা দেবদেবীর কাছে ছেলের মঙ্গলকামনায় পুজো দিচ্ছেন, মানত করছেন। এরি মধ্যে একরাতে তিনি দেখলেন একটি স্বপ্ন। ঘুম ভেঙে উঠে স্বামীকে বললেন, দেখ, একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম একজন সাধুকে। আমাদের এখানেই এসেছেন তিনি। আমার মনে হয়। তাঁকে ধরতে পারলেই খোকা ভাল হয়ে উঠবে। দেখ না একবার চেষ্টা করে।

স্ত্রীর কথা শুনে মন্মথনাথ বলেন, দেখ কয়েকদিন ধরেই আমাদের এক উকিলবাবু বলছিলেন বটে এক মহাত্মার কথা। হয়তো বা তিনিই হবেন। ঠিক আছে আমি খোঁজ নিচ্ছি আজই।

সেদিন আদালতে এসেই মন্মথনাথ সেই উকিলকে ডাকলেন। নাম তাঁর হরিপদ …পাধ্যায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন মন্মথনাথ। আচ্ছা, আপনি যে মহাত্মার কথা বলছিলেন তিনি কি এখনও আছেন এখানে?

হরিপদবাবু বলেন, হ্যাঁ তিনি এখন শিয়ালদার রেল কোয়ার্টারে তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে আছেন।

তাঁর সঙ্গে কী একবার দেখা হতে পারে? তাঁকে আমার বড় ছেলের ব্যাপারটা একটু জানাতে চাই।

কেন দেখা হবে না।

দেখুন, আমার ছেলেটি খুবই অসুস্থ। জীবনমরন সমস্যা। ডাক্তাররাও আশা দিতে পারছেন না। আমার বিশ্বাস সাধুমহাত্মার কৃপায় ও ভাল হয়ে যাবে। আমার স্ত্রীরও খুব ইচ্ছা, সাধুমহাত্মার কৃপা ভিক্ষা করা। তাই আপনি যদি দয়া করে তাঁর কাছে আমাদের কথা একটু নিবেদন করেন, যদি তাঁকে দর্শন করার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।

জিভ কেটে হরিপদবাবু বলেন, ছি ছি, কৃতজ্ঞতার কথা কী বলছেন। আমার দ্বারা যদি আপনার এতটুকু উপকার হয় তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমি আজই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছি।

সেদিন দুপুর দুপুরই বিচারপতি মন্মথনাথকে নিয়ে হরিপদবাবু এলেন শিয়ালদার রেল কোয়ার্টারে—মহাত্মার সেই ভক্তের বাড়িতে। সাধুটি তখন বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর বিশ্রামকক্ষের বাইরে ছিলেন চুনীলাল মণ্ডল নামে এক ভদ্রলোক। ইনি কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রিত হলেও এই সন্ন্যাসীটির অত্যন্ত ভক্ত এবং একরকম স্বেচ্ছায় নিয়েছেন দ্বারীর দায়িত্ব।

সমাজে বিচারপতিদের চিরদিনই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার আসন রয়েছে। তার ওপর প্রধান বিচারপতি। তাই তাঁর সঙ্গে এসেছে আর্দালিও। সব মিলিয়ে রীতিমত সম্ভ্রম জাগানো ভাব। চুনীবাবুর কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি সাফ বলে দিলেন, বাবা এখন বিশ্রাম করছেন, তাঁর সঙ্গে এখন দেখা হবে না।

বিচারপতির হয়ে হরিপদবাবু কাকুতিমিনতি করাতে চুনীবাবু বলেন, ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করলে তবে দেখা হবে, না হলে সন্ধ্যায় কিংবা কাল সকালে আসুন।

মন্মথবাবু বললেন, দেখুন, আমি ওঁকে বিরক্ত করতে আসিনি, এসেছি ওঁকে দর্শন করে ধন্য হতে। একবার দর্শন করেই আমি চলে যাব এখান থেকে।

চুনীবাবু কিন্তু নিজের কথায় অনড়। এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে শোনা গেল হাততালির আওয়াজ। সাধুটি তখন মৌনব্রত পালন করছেন। তাই হাততালি দিয়েই ইঙ্গিতে ডাকলেন তিনি চুনীবাবুকে। জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে রে?

বাবা, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

যা, এখনই নিয়ে আয়।

হরিপদবাবুর সঙ্গে ঘরের ভেতরে গেলেন মন্মথবাবু। প্রণাম করে জানালেন তাঁকে সব। সব শুনে সাধুবাবা জানান, ঠিক আছে, আমার সব জানা রইল, সময়মতো আমি তোমায় খবর পাঠাবো।

জজসাহেব সেদিন সেখানে প্রসাদ পেয়ে বেশ খুশি মনেই ঘরে ফেরেন।

দিন কাটে, হরিপদবাবু রোজই যান সাধকের কাছে, কিন্তু কোন কথা বলেন না তিনি। দেখতে দেখতে এসে যায় অপারেশনের দিন।

অপারেশনের আগের সন্ধ্যায় মন্মথবাবু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে আসেন তাঁর কাছে। সাধুবাবা তখন শুরু করেছেন বেদান্তসভা। সন্ধ্যা ৭/৮ টায় শুরু হয়ে সভা শেষ হয় দুটো তিনটেয়। এরমধ্যে অনেকবার চেষ্টা করেও হরিপদবাবু সাধুটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন না। এসসময় সভা শেষ হয়। সাধুটি একটা কাগজে কি যেন লিখে তা ভাঁজ করে বিচারপতিকে দিয়ে বলেন, এটা এখন পড়বি না। অপারেশনের দিন বেলা ১২টা বাজার পর এটি পড়বি এবং সেই মত কাজ করবি।

পরদিন অপারেশন। বেলা একটায় অপারেশন হবার কথা। সব কিছুর প্রস্তুতি চলছে। একসময় ১২টা বাজে। বিচারপতি রীতিমত বিচলিত ভাবেই চিরকুটটি খোলেন। লেখাটি পড়েই তিনি সেটি দেখান ডা: ব্যানার্জিকে। বলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল বেলা ১২টায় এটি পড়ার, তাই আগে আপনাকে কিছু বলতে পারিনি, এখন আপনিই বলুন কী করা উচিত।

ডাক্তার ব্যানার্জি বলেন, আমায় একটু ভাবতে দিন। তবে রোগীর যা অবস্থা, অপারেশন করতেই হবে।

ডাক্তার ব্যানার্জি পাশ্রের ঘরে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করছেন কি করা উচিত তাই নিয়ে। রোগীর ঘরে তখন একজন জুনিয়র ডাক্তার ও নার্স আয়োজন করছেন অপারেশনের। রোগী তখন আচ্ছন্ন অবস্থাতেই চিৎকার করে ওঠেন। নার্স এসে দেখেন, যে আপনাআপনি সেই ফোঁড়া ফেটে পুঁজ রক্ত বেরোচ্ছে।

নার্স সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে খবর দেন। সব দেখে তিনি অবাক। তাড়াতাড়ি রোগীর ক্ষত পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ করে দেন আর বলেন, ধন্য আপনি, ধন্য আপনার ছেলে আর এমন দৃশ্য দেখে আমিও ধন্য। এমন মহাত্মাকে আমিও দর্শন করতে চাই। এরপর ডাঃ ব্যানার্জিও দর্শন করেন সেই মহাত্মাকে।

অঘটন ঘটন পারঙ্গম মহাত্মাটির নাম মৌনীবাবা বা মাধবানন্দ গিরি। ভারতের আধ্যাত্মগগনে তিনি ছিলেন দীপ্ত সূর্যের মতই। তাঁর ভক্ত শিষ্যরা বলেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই ঘর ছেড়েছিলেন যে বেণীমাধব-ইনি হলেন তিনিই। তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আলাদা করে খুব বেশি জানা যায় না। কিন্তু যে ভাবে মা আনন্দময়ী, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গ করতেন তাতে সহজেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন এক উচ্চকোটির সাধক। তাঁর কথায় যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার থেকে বোঝা যায়, উজ্জয়িনীতে কেটেছে তাঁর সাধক জীবনের বেশ কিছুটা কাল। তাঁর গুরুদেব ছিল সম্ভবত বিদ্যানন্দ স্বামী।

মাধবানন্দ গিরি বয়সের দিক থেকে ছিলেন খুবই প্রাচীন। আড়াই শ'বছরেরও বেশি তাঁর বয়স-কিন্তু কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁর দেহ ছিল প্রায় দুর্বার। বেদ ও ভাগবতের ব্যাখ্যা দিয়েই তিনি ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনের পথটি দিতেন খুলে। লোককল্যাণেই উজ্জয়িনী থেকে তিনি কোন্নগরে এসে আশ্রম গড়েন।

পরিব্রাজক

সত্য ও প্রসঙ্গ

মৌনী যোগী

পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। কলকাতা আর শ্রীরামপুরের এমন এক মৌনী যোগীর আবির্ভাব হয় তাঁর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছিলেন তাঁদের কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

ধর্মতলা স্ট্রীট যেখানে লোয়ার সার্কুলার রোডে এসে মিশেছে তাঁর সংযোগস্থলে কলকাতা কর্পোরেশনের একটি বড়ো বাড়ি আছে। ত্রিশ দশকের শেষাশেষি সেখানে হঠাৎ আসেন এক যোগী তাঁর এক ভক্তের কাছে। কর্পোরেশনের কর্মচারী ছিলেন ভক্তটি। তাঁর বাবা ও তিনি ছিলেন এই মহাপুরুষের মন্ত্র শিষ্য। হিমালয়ের কোনও গুহা থেকে দশ বারো বছর অন্তর যোগীটি নেমে আসতেন কলকাতা বা শহরতলীর কোনও শিষ্যের বাড়িতে। তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ সব সময়েই থাকতো রহস্যাবৃত। তিনি মৌনাবলম্বন করেছিলেন কতো বছর, তাঁর বয়স কতো, তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম কি, তাঁর গুরু কে—এসব প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি। কলকাতার যে দুই একজন শিষ্য কয়েক পুরুষ ধরে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন তাঁদের ধারণা ছিল—এই মৌনী যোগীর বয়স অন্তত দুশো বছর। তাঁকে কথা বলতেও তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁর ছিল দীর্ঘ জটা, দেহটি ছিল কুড়ি বাইশ বছরের যুবকের মতো পেশীবহুল। কেবল মুখখানিতে ছিল প্রৌঢ়ত্বের ছাপ।

শ্রীরামপুরের এক বিদগ্ধা মহিলা তাঁর খবর পান। বিধবা তিনি, তাই বারো-তেরো বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় তাঁর কাছে উপস্থিত হন। সাধারণত অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় কয়েক ঘন্টা দর্শনার্থীরা তাঁর কাছে আসতেন, নানা প্রশ্ন করতেন। তিনি উত্তর দিতেন গীতা ও উপনিষৎ থেকে এক একটি শ্লোক কাগজে লিখে দিয়ে। তাতে অনেকেরই সংশয় মিটে যেত। এইভাবে শাস্ত্রের সারটুকু তিনি অকৃপণভাবে বিতরণ করতেন। তাঁর প্রশান্তি কখনও ক্ষুণ্ণ হত না। কোনও ভক্ত সশ্রদ্ধভাবে তাঁকে অর্থ দিতে এলে তিনি স্মিত হেসে তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

কলকাতায় সেবার তিনি ছিলেন প্রায় তিন সপ্তাহ। শ্রীরামপুরবাসিনী কয়েকবার তাঁর কাছে আসেন এবং মন্ত্র নেন। কিভাবে তাঁকে মৌনী যোগী দীক্ষা দেন তা জানা যায় নি। বছর কয়েক পরে ভদ্রমহিলা এমন এক রোগে আক্রান্ত হন যা স্থানীয় কোনও চিকিৎসক ও কবিরাজ সারাতে পারছিলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে কেন যে দিনে দু-তিনবার রক্ত উঠছিল তা তাঁরা ধরতে পারেন নি। ধীরে ধীরে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর ছেলের মনে হল—এই মৌনী সাধুর কথা। তোমার গুরুদেব এ রোগ সারাতে পারেন না? মা-কে সে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তার মা বললেন : ইচ্ছা করলে তিনি নিশ্চয় আমায় রোগমুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তিনি তো আমাদের ঠিকানা জানেন না। এখানে আসবেন কি করে?

পরদিন সকালে সবিস্ময়ে মা ও ছেলে দেখলেন যে, তাঁদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মৌনী যোগী এবং একজন সাধারণ সাধু। এই সাধুটি নির্বাক নন। মহিলাটি সাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান ঘরে। তাঁর ছেলে চায় ওষুধ। তিনি মৃদু হেসে একখন্ড কাগজে লিখে দেন 'গুলকন্দ'। বড়বাজার থেকে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ওষুধটি আনিয়ে ছেলে তার মা-কে খাওয়ায়। মা করেন সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম করার পর থেকেই তাঁর মুখ থেকে রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে যায়।

বছর দুয়েক পরে মৌনী সাধু কাঁচড়াপাড়ায় এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। খবরটা পেয়েই শ্রীরামপুর থেকে তাঁর শিষ্যা ছেলেকে নিয়ে সেখানে যান। কপর্দক-হীন যোগীর এই প্রয়াস কিভাবে সার্থক হয়েছিল তাও এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। আর এরসঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তাঁর শিষ্যার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ভক্তি।

এই অনন্য তপস্বী কবে যোগেশ্বরে লীন হয়েছেন সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকু কেউ কেউ জানেন, গুহাবাসী এই মৌনী যোগী। কালে-ভদ্রে আসতেন গৃহস্থদের তাপ-ত্রয় নিরসন করার জন্যে। আর কেউ কেউ তাঁর কাছ থেকে পেতেন অধ্যাত্ম রাজ্যের ঠিকানা।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অথচ যেসব সমিতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, শাসকদলের মদতপুষ্ট হওয়ায় সেগুলিকে যথারীতি অর্থসাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সেগুলর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ময়াল-ইছাপুর সমিতি অগণতান্ত্রিকভাবে তৈরি হয়েছে বলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন কিশোরপুর না।' পর্যালোচনায় বলা হয়েছে 'কাযকরী কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে বিক্রয় কেন্দ্র বা অফিস ঘরের জন্য ৯০০০ টাকা লেনদেন অবৈধ।'

শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান প্রসঙ্গে

বর্তমান সেপ্টেম্বর ৩০. ৮৯

ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলছে। বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্যানুসারে জন্মস্থান তিন জায়গায় ১· কচুয়া ২· চাকলা ৩· শান্তিপুর।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমস্ত জীবনী গ্রন্থে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম শান্তিপুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূত্রানুসারে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বিজয়কৃষ্ণের খুল্ল পিতামহ ছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনীকার ব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রশ্নানুসারে লোকনাথবাবা জানিয়েছেন তাঁর জন্ম শান্তিপুরে হয়নি, তবে বিজয়কৃষ্ণ বেঁচে থাকা পর্যন্ত তা প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। এই জীবনীকার তাই তাঁর গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে এ তথ্য প্রকাশ করেন। সুতরাং শান্তিপুরে লোকনাথ বাবার জন্ম হয়নি।

চৌরাশী চাকলায় জন্ম প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্যসূত্র ছাড়াও আর একটি তথ্য রয়েছে— বলা হয় সেটি নারায়ণ গঞ্জ কোর্টের সাক্ষীর উদ্ধৃতি।

PART II.

Appeal from Original Decree

No. 82 of 1935.

PROKASH CHANDRA NAG AND OTHERS (*some of the defendants*) ... ... *Appellants*.

versus

SUBODH CHANDRA NAG AND OTHERS (*Plaintiffs*) ... *Respondents*.

Ext. C.—Copy of deposition of Lokenath Brahmachari before the Asst. Magistrate, Narainganj.

The deposition of Lokenath Brahmachari aged about 60 years, taken on solemn affirmation under the provisions of Act X of 1873, before me T. Naylor, Asst. Magistrate of Naraingaunj, this 8th day of April, 1885.

My name is Lokenath Brahmachari. My father's name is Ram Narain Ghosal I am by caste Brahman. My home is at Mouza Chakla, Thana, Zillah Barasat. I reside at present in Mouza Baradi, Thana Narainganj, Zilla Dacca, where I am priest.

এই তথ্যটি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্ক রয়েছে। এই সাক্ষীর কাগজে দেখা যাচ্ছে— ১· ১৮৮৫ সনের ৮ই এপ্রিল তারিখে লোকনাথ বাবার বয়স "about 60 years". কিন্তু তখন তাঁর বয়স ১৫৫ বছর।

২· 'My home is at Mouza chakla' লেখা আছে। তাঁর বাড়ি মৌজা চাকলায়, জন্মের কথা বলেননি। এই কাগজে থেকে চাকলায় জন্ম সিদ্ধান্তে আসা যায় না।

৩· লেখা রয়েছে "Thana Zilla Barasat" ১৮৮৫ সনে বারাসত বলে কোন জেলা ছিল না। বারাসত জেলা হয় ১৮৩৪ খ্রী· থেকে ১৮৬২ খ্রী পর্যন্ত (Bengal District Gazetters : 24 Parganas by L. S. S. O MALLEY. Page No. 57)। দেখা যাচ্ছে লোকনাথ বাবার জন্মের ১০৪ বছর পর জেলা হয়। লোকনাথ বাবার জন্মের সময়ও বারাসত জেলা ছিল না, সাক্ষীর সময়ও জেলা ছিল না সুতরাং সাক্ষীর কাগজে 'জেলা বারাসত' লেখা তথ্যটি বিতর্কিত। এই তথ্যানুসারে চৌরাশী চাকলাকে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান বলা সম্ভব নয়।

এখন পর্যন্ত প্রকাশিত লোকনাথ বাবার জীবনী গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থটি ব্রহ্মানন্দ ভারতীর 'সিদ্ধজীবনী'। জীবনীকারদের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মানন্দ ভারতীই লোকনাথ বাবার কাছ থেকে জন্মস্থানের কথা জেনে কচুয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। ঐ গ্রামের লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ভাইয়ের বংশধরদের সন্ধান পাওয়া গেছে— যাঁরা বহুকাল আগে গ্রাম পরিত্যাগ করেছিলেন। ঐ গ্রামেই রয়েছে বেণীমাধবের ভাই হরিমাধব ও নীলমাধবের বংশধরগণ। পাশেই রয়েছে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর বংশধরগণ। এই সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য পাওয়ার পর লোকনাথ মিশন কচুয়াকেই লোকনাথ বাবার জন্মস্থান হিসেবে গ্রহণ করেন এবং গত জন্মাষ্টমীতে নূতন মন্দিরের উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনদিনে চার লক্ষেরও বেশি ভক্ত পুণ্যতীর্থ কচুয়া দর্শন করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার পুলিস, প্রশাসন, পঞ্চায়েত সহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগীতায় এই উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় লোকনাথ মিশন সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে কচুয়ায় লোকনাথ বাবার জন্ম। প্রাচীন গ্রন্থে চাকলার উল্লেখ থাকায় যাঁরা চাকলায় লোকনাথ বাবার জন্ম বলে মনে করেন, লোকনাথ মিশন তাঁদের বিশ্বাস মতের বিরোধিতা করছে না। লোকনাথ বাবার ভক্তগণ তাঁদের বিশ্বাস অনুসারে কচুয়া বা চাকলা যে গ্রামে খুশী যেতে পারেন। লোকনাথ বাবার নামাঙ্কিত অন্যান্য সমস্ত সংস্থার কাছেও আমাদের অনুরোধ এই বিষয়টিকে বিতর্কিত করে তুলবেন না সাধারণ ভক্তদের সব জায়গাতেই যেতে দিন। বিষয়টিকে নিয়ে দলাদলি করবেন না কারণ একটা কথা মনে রাখবেন যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা সকল দলাদলির উর্ধ্বে। সকলের শুভবুদ্ধি আসুক। জয় ব্রহ্ম লোকনাথ।

ইতি
লোকনাথ মিশন

৩৬ নং কলডাঙ্গা লেন
বাঁধাঘাট, সালকিয়া, হাওড়া

লোকনাথ মিশনের উদ্দেশ্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আর্তের সেবা এবং সমগ্র বিশ্ব জুড়ে লোকনাথ বাবার নাম মাহাত্ম্য প্রচার। লোকনাথ বাবার তিরোধান শতবর্ষ শ্রদ্ধার সহিত পালন করুন।

1885
60
1825